অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (আইএমসিআই): ২ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত

লক্ষণ অনুযায়ী অসুস্থতার শ্রেণীবিভাগ করার জন্য ছকের প্রতিটি ঘর ব্যবহার করুন।

১. অভিবাদন করুন এবং কোন বিপদজনক লক্ষণ বা জরুরি অবস্থার লক্ষণ আছে কিনা দেখুন। লক্ষণথাকলে তৎক্ষনাৎ জব এইড অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
যাচাই করুন: রোগীর বয়স, বর্তমান সমস্যা নিয়ে প্রথম বার এসেছে নাকি শুধু ফলোআপ।

২. **জিজ্ঞাসা করুন:** 'বর্তমান সমস্যা কি?' 'কতদিন ধরে?' 'আর কোন সমস্যা?'
এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য কোন সমস্যা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন কিনা সেটাও জেনে নিন।

৩. **লক্ষণ দেখুন, শুনুন এবং অনুভব করুন:** প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রেই শুরুর গোলাপী সারি (মারাত্মক রোগের লক্ষণ) থেকে আরম্ভ করুন।

৪. **শ্রেণীবিভাগ করুন:** রোগীর যে সমস্যা সেই রোগের শুরু থেকে আরম্ভ করুন। 'যদি লক্ষণ থাকে' কলাম দেখুন। যদি রোগের লক্ষণ প্রথমে গোলাপী সারির কোন লক্ষণের সাথে মিলে যায়, তাহলে সেখানেই থামুন। যদি না মিলে তাহলে পরবর্তী সারিতে (হলুদ) যান। যদি রোগের লক্ষণ এই সারির কোন লক্ষণের সাথে মিলে যায়, তাহলে থামুন। যদি না মিলে সবশেষে সবুজ অংশে লক্ষণ লক্ষ্য করুন। কোন একটি সারিতে যদি রোগের লক্ষণ মিলে যায় তাহলে আর পরবর্তী সারিতে যাবেন না। ডানের শ্রেণীবিভাগ কলাম অনুযায়ী অসুস্থতার শ্রেণীবিভাগ করুন।

৫. **চিকিৎসা দিন:** শ্রেণীবিভাগ অনুসারে সর্ব বামের 'চিকিৎসা' কলাম অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা দিন। অসুস্থতার শ্রেণীবিভাগ গোলাপী সারিতে থাকলে জরুরি ভিত্তিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন। হলুদ সারিতে অবস্থিত অসুস্থতা গুলোর ক্ষেত্রে চিকিৎসা দিন এবং ২ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন (যদি না অন্য কিছু বলা হয়ে থাকে)। প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রেই কি পরিস্থিতি হলে আবার জরুরি ভিত্তিতে ক্লিনিকে নিয়ে আসতে হবে, তা ব্যাখ্যা করুন। উদাহরণ: শ্বাসের সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়া বা কম পান করা।

৬. এই অসুস্থতার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিরোধমূলক পরামর্শ প্রদান করুন।

লক্ষণনিরূপণ	যদি লক্ষণ থাকে	শ্রেণী বিভাগ	চিকিৎসা
▪ সাধারণ বিপদজনক চিহ্ন/লক্ষণ ● পান করতে বা মায়ের দুধ খেতে না পারা ● সব খাবার বমি করে ফেলে দেয়া ● শিশুটির খিঁচুনী হচ্ছে বা হয়েছিল ● শিশুটি নেতিয়ে পড়েছে অথবা অজ্ঞান	যদি কোন একটি সাধারণ বিপদজনক চিহ্ন/লক্ষণ বর্তমান থাকে	▪ **খুব মারাত্মক রোগ**	➢ রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধ করতে যথাযথ খাবার নিশ্চিত করার জন্য মাকে পরামর্শ দিন ➢ শিশুকে উষ্ণ রাখার ব্যাপারে মাকে পরামর্শ দিন ➢ **জরুরি ভিত্তিতে** উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন
যদি একটি শিশুর কোন সাধারণ বিপদজনক চিহ্ন/লক্ষণ বর্তমান থাকে তবে তার জরুরি মনোযোগ প্রয়োজন: সেক্ষেত্রে নিরূপণের বাকি অংশ তাড়াতাড়ি শেষ করে শিশুকে রেফারেল পূর্ব চিকিৎসা দিন এবং জরুরি ভিত্তিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন।			

▪ **কাশি অথবা শ্বাসকষ্ট** কতদিন যাবত ? এক মিনিট শ্বাস গণনা করুন (রেজিষ্টারে লিখুন) বয়স — দ্রুত শ্বাস দুই মাস থেকে ১২ মাস — প্রতি মিনিটে ৫০ বা তার উর্ধ্বে ১২ মাস থেকে ৫ বছর — প্রতি মিনিটে ৪০ বা তার উর্ধ্বে **লক্ষ্য করুন:** (শিশু অবশ্যই শান্ত অবস্থায় থাকবে) ● বুকের নীচের অংশ ভিতরে দেবে যাওয়া ● শ্বাস নেয়ার সময় বাঁশির মত শব্দ ● শ্বাস নেয়ার সময় শাঁ শাঁ শব্দ হওয়া (স্ট্রাইডর)	যদি কোন একটি সাধারণ বিপদজনক চিহ্ন/লক্ষণ বর্তমান থাকে অথবা ● বুকের নীচের অংশ ভিতরে দেবে যায় বা ● শ্বাস নেয়ার সময় শাঁ শাঁ শব্দ হয় (স্ট্রাইডর)	▪ **মারাত্মক নিউমোনিয়া অথবা খুব মারাত্মক রোগ**	➢ এ্যামোক্সিসিলিন সিরাপ-এর প্রথম ডোজ দিন (যদি খেতে সমর্থ হয়) ➢ প্যারাসিটামল দিন যদি তাপমাত্রা ১০১° ফাঃ বা এর বেশি হয় ➢ রক্তে গ্লুকোজ স্বল্পতা রোধ করতে যথাযথ খাবার দিন ➢ **জরুরি ভিত্তিতে** উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন
	দ্রুত শ্বাস (বয়স অনুযায়ী)	▪ **নিউমোনিয়া**	➢ এ্যামোক্সিসিলিন সিরাপ দিয়ে ৫ দিন চিকিৎসা করুন ➢ শ্বাস নেয়ার সময় বাঁশির মত শব্দ হলে ৫ দিনের জন্য সালবুটামল দিন ➢ ২১ দিনের বেশি কাশি থাকলে অথবা বার বার শ্বাস নেয়ার সময় বাঁশির মত শব্দ হলে রোগ নিরূপণের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন ➢ কি পরিস্থিতি হলে আবার জরুরি ভিত্তিতে ক্লিনিকে নিয়ে আসতে হবে,তা ব্যাখ্যা করুন ➢ ২ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন
	নিউমোনিয়া অথবা খুব মারাত্মক রোগের কোন চিহ্ন নাই	▪ **নিউমোনিয়া নয়: সর্দি, কাশি**	➢ শ্বাস নেয়ার সময় বাঁশির মত শব্দ হলে ৫ দিনের জন্য সালবুটামল দিন ➢ ২১ দিনের বেশি কাশি থাকলে অথবা বার বার শ্বাস নেয়ার সময় বাঁশির মত শব্দ হলে রোগ নিরূপণের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন ➢ কাশি উপশমে নিরাপদ ব্যবস্থা নিন ➢ কি পরিস্থিতি হলে আবার জরুরি ভিত্তিতে ক্লিনিকে নিয়ে

			আসতে হবে,তা ব্যাখ্যা করুন ➢ উন্নতি না হলে ২ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন

▪ **ডায়রিয়া** **শিশুর কি ডায়রিয়া আছে?** **হ্যাঁ হলে জিজ্ঞাসা করুন:** • কত দিন ধরে ডায়রিয়া? - রেজিষ্টারে লিখুন এবং যদি ১৪ দিনের বেশি হয়, তাহলে নীচের‘দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া’ সারি দেখুন • মলে রক্ত আছে কিনা?	নীচের যে কোন একটি লক্ষণ: • নেতিয়ে পড়েছে বা অজ্ঞান • চোখ বসে গেছে • পান করতে পারেনা বা খুব কম পান করে • পেটের চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিলে খুব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়	▪ **চরম পানি স্বল্পতা**	➢ **জরুরি ভিত্তিতে** উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন মাকে বলুন যাওয়ার পথে শিশুকে বার বার ওআরএস খাওয়াতে (শিশু পান করতে পারলে)
লক্ষ্য করুন: **শিশু কি-** • নেতিয়ে পড়েছে বা অজ্ঞান? • অস্থির এবং খিটখিটে? • চোখ বসে গেছে কিনা দেখুন • শিশুকে তরল খাবার দিয়ে দেখুন– - শিশু কি পান করতে পারে না বা খুব কম পান করে ?	নীচের যে কোন একটি লক্ষণ: • অস্থির এবং খিটখিটে • আগ্রহের সাথে পান করে (তৃষ্ণার্ত) • পেটের চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়	▪ **কিছু পানি স্বল্পতা**	➢ আপনার ক্লিনিকে বসিয়ে মাকে বলুন ৪ ঘন্টা যাবত ওআরএস খাওয়াতে এবং আবার পরীক্ষা করুন (পদ্ধতি-খ) ➢ মাকে বুকের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখতে বলুন ➢ জিংক বড়ি দিয়ে ১০-১৪ দিন চিকিৎসা করুন ➢ কি পরিস্থিতি হলে আবার জরুরি ভিত্তিতে ক্লিনিকে নিয়ে আসতে হবে,তা ব্যাখ্যা করুন ➢ অবস্থার উন্নতি না হলে ২ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন
- আগ্রহের সাথে পান করে (তৃষ্ণার্ত)? • পেটের চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়- - খুব ধীরে ধীরে (২ সেকেন্ডের বেশি সময় নেয়)? - ধীরে ধীরে?	চরম পানি স্বল্পতা বা কিছু পানি স্বল্পতার কোন চিহ্ন নাই	▪ **পানি স্বল্পতা নাই**	➢ বাড়িতে ডায়রিয়ার চিকিৎসার জন্য মাকে নিয়ম গুলো বুঝিয়ে দিন (পদ্ধতি ক): - বেশি করে তরল খাবার দিতে বলুন - জিংক বড়ি দিয়ে ১০-১৪ দিন চিকিৎসা করুন - খাবার খাওয়ানো অব্যাহত রাখতে বলুন - কি পরিস্থিতি হলে আবার জরুরি ভিত্তিতে ক্লিনিকে নিয়ে আসতে হবে, তা ব্যাখ্যা করুন ➢ অবস্থার উন্নতি না হলে ২ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন
	দুই সপ্তাহের অধিক সময় ধরে ডায়রিয়া ও পানি স্বল্পতা আছে	▪ **মারাত্মক দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া**	➢ জরুরি ভিত্তিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন শিশু পান করতে পারলে মাকে বার বার ওআরএস খাওয়ানোর জন্য উপদেশ দিন
• ডায়রিয়া কি ১৪ দিনের বেশি? =>	দুই সপ্তাহের অধিক সময় ধরে ডায়রিয়া আছে কিন্তু পানি স্বল্পতানাই	▪ **দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া**	➢ তরল খাবার ও অন্যান্য খাবার দিয়ে বাড়িতে চিকিৎসা দিন ➢ মাকে বাড়িতে খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে উপদেশ দিন ➢ জিংক বড়ি দিয়ে ১০-১৪ দিন চিকিৎসা করুন ➢ ৫ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন
• মলে কি রক্ত আছে ? =>	মলে রক্ত আছে	▪ **আমাশয়**	➢ কেট্রাইমোক্সাজল ট্যাবলেট দিয়ে ৫ দিন চিকিৎসা করুন এবং বাড়িতে যত্নের ব্যাপারে পরামর্শ দিন ➢ জিংক বড়ি দিয়ে ১০-১৪ দিন চিকিৎসা করুন ➢ ২দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্যআসতে বলুন

- **জ্বর-ম্যালেরিয়া নয়**

(জ্বরের ইতিহাস আছে বা গা গরম বা শরীরের তাপ মাত্রা ৯৯.৫° ফাঃ এর বেশি)

জিজ্ঞাসা করুন:

কত দিন ধরে জ্বর? (রেজিষ্টারে লিখুন)

লক্ষ্য করুন:

- শিশুর বয়স ৩ মাস বা তার কম
- মাথার তালুর নরম অংশ ফুলে উঠা
- ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া
- চাপ দিলে সাদা না হওয়া র‍্যাশ (নন-ব্লানচিং)
- নাড়ীর রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক হতে ২ সেকেন্ড-এর বেশি সময় লাগে
- তাপমাত্রা ১০২° ফাঃ বা তার বেশি (৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে)
- পানি স্বল্পতারলক্ষণ আছে (২ নং পৃষ্ঠা দেখুন)
- শ্বাস প্রশ্বাসের উচ্চ হার:

বয়স	দ্রুত শ্বাস
দুই মাস থেকে ১২ মাস	প্রতি মিনিটে ৫০ বা বেশি
১২ মাস থেকে ৫ বছর	প্রতি মিনিটে ৪০ বা বেশি

- বমি
- অরুচি
- নড়াচড়া কম করা
- হাত পা এর জোড়া ফুলে যাওয়া বা কোন একটি হাত বা পা নাড়াতে না পাড়া বা ফুলে যাওয়া
- সারা শরীরে দানা দানা উঠা
- নাক দিয়ে সর্দি পড়া
- চোখ লাল হওয়া
- অসচ্ছ ঘোলাটে চোখের মনি
- চোখ দিয়ে পুঁজ বের হওয়া
- মুখে ঘা
- চামড়ায় লাল পুঁজসহ দানা অথবা ক্ষত আছে
- পেটে/কোমরে ব্যথা
- ঘনঘন প্রসাব করা
- প্রসাবের সময় ব্যথা বা জ্বালা যন্ত্রণা করা
- জন্ডিস

কোন একটি সাধারণ বিপদ চিহ্ন অথবা: • শিশুর বয়স ৩ মাস বা তার কম। • মাথার তালুর নরম অংশ ফুলে উঠেছে • ঘাড় শক্ত • চাপ দিলে সাদা না হওয়া র‍্যাশ (নন-ব্লানচিং) • নাড়ীর রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক হতে ২ সেকেন্ড-এর বেশিসময় লাগে • তাপমাত্রা ১০২° ফাঃ বা তার বেশি (৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে) • শ্বাস প্রশ্বাসের উচ্চ হার • পানি স্বল্পতার লক্ষণ আছে	▪ **ম্যানিনজা-ইটিস্ বা খুব মারাত্মক জ্বরজনিত রোগ**	➢ এ্যামোক্সিসিলিনের প্রথম ডোজ দিন ➢ রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধ করতে যথাযথ খাবার নিশ্চিত করতে মাকে পরামর্শ দিন ➢ এক ডোজ প্যারাসিটামল দিন যদি তাপমাত্রা ১০১° ফাঃ বা এর বেশি হয় ➢ **জরুরি ভিত্তিতে** উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন
• হাত/পা অথবা হাত পায়ের জোড়া ফুলে যাওয়া এবং /অথবা • কোন একটি হাত বা পা নড়াচড়া করছে না	▪ **হাড় বা জোড়ার সংক্রমণ**	➢ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফারকরুন
জ্বরের কোন কারণ নির্ণয় করা যায় নাই এবং নীচের এক বা একাধিক লক্ষণ বর্তমান • বমি • অরুচি • নড়াচড়া কম করা • তলপেটে ব্যথা • ঘন ঘন প্রস্রাব করা • প্রস্রাব করার সময় ব্যথা/জ্বালা করা	▪ **প্রস্রাবের রাস্তায় সংক্রমণ হতে পারে**	➢ প্রস্রাব পরীক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন
জ্বরের কোন কারণ নির্ণয় করা যায় নাই • জন্ডিস আছে অথবা • সাত দিনের বেশি জ্বর	▪ **জ্বর (অজানা কারণে)**	➢ পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন
চামড়ায় লাল পুঁজসহ দানা অথবা ক্ষত আছে	▪ **চামড়ায় সংক্রমণ**	➢ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন
• সারা শরীরে দানা দানা উঠেছে এবং নাক দিয়ে পানি পড়ছে বা চোখ লাল এ ছাড়াও থাকতে পারে- • ঘোলা চোখের মনি • চোখ দিয়ে পুঁজ পড়া বা • মুখে ঘা	▪ **হাম**	➢ চোখে পুঁজ থাকলে চোখে ক্লোরামফেনিকল মলম লাগাতে দিন ➢ মুখে ঘা থাকলে ০.২৫% জেনশান ভায়োলেট মুখে লাগাতে দিন ➢ চোখের মনি ঘোলা থাকলে বা মুখে বিস্তৃত ঘা থাকলে এ্যামোক্সিসিলিন সিরাপ-এর প্রথম ডোজ দিন এবং **জরুরি ভিত্তিতে** উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন ➢ ২ দিনের মধ্যে আবার পরীক্ষা করুন
• সর্দি/কাশি, গলার ভিতরে লাল • বাচ্চা সজাগ এবং খেলাধুলা করছে • স্বাভাবিক ভাবে পানি পান করছে	▪ **মৃদু ভাইরাস জনিত অসুস্থতা**	➢ প্যারাসিটামল দিন যদি তাপমাত্রা ১০১° ফাঃ-এর বেশি হয় ➢ কি পরিস্থিতি হলে আবার ক্লিনিকে নিয়ে আসতে হবে, তা ব্যাখ্যা করুন ➢ জ্বর বন্ধ না হলে ২ দিনের মধ্যে আবার আসতে বলুন ➢ ৭ দিনের মধ্যে জ্বর বন্ধ না হলে উপজেলা স্বাস্থ্য

			কমপ্লেক্সে রেফার করুন
▪ **জ্বর-সম্ভবত ম্যালেরিয়া** (জ্বরের ইতিহাস আছে বা গা গরম বা শরীরের তাপমাত্রা ৯৯.৫° ফাঃ -এর বেশি) যদি ম্যালেরিয়ার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি) হয় বা ম্যালেরিয়ার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সম্প্রতি ভ্রমণ করে থাকে: **আর ডি টি করান**	• পজেটিভ আর ডি টি এবং • কোন সাধারণ বিপদ চিহ্ন বা • ঘাড় শক্ত	▪ **ম্যালেরিয়া বা মারাত্মক জ্বর জনিত রোগ**	➢ জাতীয় কর্মসূচী অনুযায়ী মুখে খাওয়ার ম্যালেরিয়ার বড়ি দিন ➢ এ্যামোক্সিসিলিন সিরাপ-এর প্রথম ডোজ দিন ➢ রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধ করতে যথাযথ খাবার নিশ্চিত করতে মাকে পরামর্শ দিন ➢ প্যারাসিটামল দিন যদি তাপমাত্রা ১০১° ফাঃ-এর বেশি হয় **এবং** ➢ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন
	• পজেটিভ আর ডি টি	▪ **ম্যালেরিয়া**	➢ জাতীয় কর্মসূচী অনুযায়ী মুখে খাওয়ার ম্যালেরিয়ার বড়ি দিন ➢ প্যারাসিটামল দিন যদি তাপমাত্রা ১০১° ফাঃ-এর বেশি হয় ➢ কি পরিস্থিতি হলে দ্রুত আবার ক্লিনিকে নিয়ে আসতে হবে তা ব্যাখ্যা করুন ➢ ২ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন ➢ ম্যালেরিয়ার ঝুঁকিবিহীন এলাকার ক্ষেত্রে ঔষধের সরবরাহ না থাকলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন
▪ **কানের সমস্যা** • কানের ব্যথা • কান থেকে নির্গমণ এবং কতদিন ধরে • কান থেকে পুঁজ পড়া • কানের পেছনে ফুলে যাওয়া এবং ব্যথা	কানের পেছনে ফুলে যাওয়া এবং সেখানে ব্যথা	▪ **ম্যাস্টয়-ডাইটিস**	➢ এ্যামোক্সিসিলিনের প্রথম ডোজ দিন ➢ ব্যথার জন্য প্যারাসিটামলের প্রথম ডোজ দিন ➢ **জরুরি ভিত্তিতে** উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফারকরুন
	• কান থেকে পুঁজ এবং পানি পড়া (১৪ দিনের কম) অথবা • কানে ব্যথা	▪ **একিউট কানের সংক্রমণ**	➢ ৫ দিনের জন্য এ্যামোক্সিসিলিন দিন ➢ ব্যথার উপশমের জন্য প্যারাসিটামল দিন ➢ পরিষ্কার তুলো দিয়ে কানের বাহিরের অংশ পরিষ্কার করতে বলুন ➢ ৫ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন
	কান থেকে পুঁজ এবং পানি পড়া (১৪ দিনের বেশি)	▪ **দীর্ঘস্থায়ী কানের সংক্রমণ**	➢ পরিষ্কার তুলো দিয়ে কানের বাহিরের অংশ সবসময় পরিষ্কার রাখতে বলুন ➢ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন
	কানের ব্যথা নাই এবং পুঁজও পড়ছে না	▪ **কানের সংক্রমণ নাই**	➢ কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নাই
▪ **অপুষ্টি** **অপুষ্টি যাচাই করুন** • MUAC ব্যবহার করুন লাল, হলুদ, সবুজ সনাক্ত করণের জন্য **লক্ষ্য করুন:** • উভয় পা ফুলেছে কিনা	• লাল MUAC (১১.৫ সে.মি.-এর কম) অথবা • উভয় পা ফোলা	▪ **মারাত্মক অপুষ্টি**	➢ ভিটামিন 'এ' দিন ➢ রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধ করতে যথাযথ খাবার নিশ্চিত করতে মাকে পরামর্শ দিন ➢ শিশুকে উষ্ণ রাখুন ➢ জরুরি ভিত্তিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন
	• হলুদ MUAC	▪ **অপুষ্টি**	➢ শিশুর খাওয়ানো নিরূপণ করুন এবং মাকে পরামর্শ দিন ➢ ১৪ দিনের মধ্যে ফলোআপের জন্য আসতে বলুন। যদি খাওয়ানোর সমস্যা থাকে, ৫ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন
	• সবুজ MUAC	▪ **অপুষ্টি নাই**	➢ যদি শিশুর বয়স ২ বছরের কম হয়, তাহলে শিশুর খাওয়ানো নিরূপণ করুন এবং মাকে পরামর্শ বিষয়ক চার্ট অনুসারে শিশুর খাওয়ানো সম্পর্কে পরামর্শ দিন ➢ যদি খাওয়ানোর সমস্যা থাকে, ৫ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন
▪ **রক্ত স্বল্পতা**	• হাতের তালু খুব ফ্যাকাসে	▪ **মারাত্মক রক্ত স্বল্পতা**	➢ **জরুরি ভিত্তিতে** উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন
	• হাতের তালু কিছু	▪ **রক্ত স্বল্পতা**	➢ ১৪ দিনের জন্য আয়রন সিরাপ ও ফলিক অ্যাসিড দিন

লক্ষ্য করুন এবং অনুভব করুন: লক্ষ্য করুন- হাতের তালু ফ্যাকাসে কিনা, হ্যাঁ হলে: • খুব ফ্যাকাসে? • কিছু ফ্যাকাসে?	ফ্যাকাসে		➢ শিশুর বয়স ২ বছর বা তার বেশি হলে এবং বিগত ৬ মাসের মধ্যে না খেয়ে থাকলে এক ডোজ এ্যালবেন্ডাজল দিন ➢ শিশুর খাওয়ানোর নিরূপণ করুন এবং মাকে পরামর্শ বিষয়ক চার্ট অনুসারে শিশুর খাওয়ানো সম্পর্কে পরামর্শ দিন ➢ ম্যালেরিয়ার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হলে আর ডি টি করান ➢ কি পরিস্থিতি হলে দ্রুত আবার ক্লিনিকে নিয়ে আসতে হবে তা ব্যাখ্যা করুন ➢ ১৪ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন
	• হাতের তালু ফ্যাকাসে নয়	▪ **রক্ত স্বল্পতা নাই**	➢ শিশু ৬ মাস বা তার বেশি বয়সী হলে তাকে রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধের জন্য আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড দিন
শিশুটির টিকাদান বিষয়ে যাচাই করুন বিসিজী, পেন্টাভ্যালেন্ট-১, পেন্টাভ্যালেন্ট-২, পেন্টাভ্যালেন্ট-৩, পোলিও-১, পোলিও-২, পোলিও-৩,হাম ও ভিটামিন-এ । যদি একটি শিশুর সাধারণ বিপদজনক লক্ষণ থাকে, সেক্ষেত্রে নিরূপণের বাকি অংশ তাড়াতাড়ি শেষ করুন এবং শিশুকে জরুরিভিত্তিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফারকরুন।			

অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (আইএমসিআই): ০ থেকে ২ মাস পর্যন্ত

লক্ষণ নিরূপণ	যদি লক্ষণ থাকে	শ্রেণী বিভাগ	চিকিৎসা
জিজ্ঞেস করুনঃ শিশুর কি খিঁচুনী হয়েছিল? শিশু কি মায়ের দুধ খেতে পারে না বা চোষে না? **লক্ষ্য করুন, শুনুন, অনুভব করুনঃ** • নেতিয়ে পড়েছে বা অজ্ঞান • শিশুর নড়াচড়া লক্ষ্য করুন (যদি শিশুটি ঘুমন্ত থাকে তা হলে মাকে বলুন তাকে জাগাতে): - শিশু কি নিজে থেকে নড়াচড়া করে? - শুধু মাত্র নাড়া দিলে নড়াচড়া করে? - একেবারেই নড়াচড়া করে না? • এক মিনিটে কতবার শ্বাস প্রশাস গুনুন, ৬০ বা তার অধিক হলে পুনরায় গুনুন • বুকের নীচের অংশ মারাত্মক ভাবে দেবে যায় কিনা লক্ষ্য করুন • মাথার তালুর নরম অংশ ফুলে উঠেছে কিনা? • তাপমাত্রা মাপুন • জন্ডিস আছে কিনা লক্ষ্য করুন (চোখ বা চামড়া হলুদ) • পানি স্বল্পতা আছে কিনা লক্ষ্য করুন: - শিশু কি অস্থির এবং খিটখিটে? - চোখ কি ভিতরে ঢুকে গেছে? - পেটের চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দিলে তা কি খুব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়? • কান থেকে পুঁজ পড়ছে কিনা? • নাভী লাল এবং চামড়া পর্যন্ত বিস্তৃত কিনা? নাভি থেকে পুঁজ পড়ছে কিনা ? • চামড়ায় পুঁজসহ দানা আছে কিনা?	• নেতিয়ে পড়েছে বা অজ্ঞান বা • শুধু মাত্র নাড়া দিলে নড়াচড়া করে বা একেবারেই নড়াচড়া করে না • শিশু কি মায়ের দুধ খেতে পারে না বা চোষে না বা • খিঁচুনী বা • দ্রুত শ্বাস(প্রতি মিনিটে ৬০ বা তার অধিক) বা • বুকের নীচের অংশমারাত্মক ভাবে দেবে যায় বা • মাথার তালুর নরম অংশ ফুলে উঠেছে বা • জ্বর বা শরীরের অল্প তাপমাত্রা (৯৯.৫° ফাঃ-এর বেশি বা ৯৫.৯° ফাঃ-এর কম) বা • জন্ডিস এবং - শিশুর বয়স ২৪ ঘন্টার কম - শিশুর বয়স ৩ সপ্তাহের বেশি - যে কোন বয়সী শিশুর হাতের তালু এবং পায়ের পাতা হলুদ হয়ে গেছে বা • পানি স্বল্পতা বা • কান থেকে পুঁজ পড়ছে বা • নাভী লাল এবং চামড়া পর্যন্ত বিস্তৃত বা নাভি থেকে পুঁজ পড়ছে	**খুব মারাত্মক রোগ**	➢ রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা রোধ করতে ব্যবস্থা নিন: **যদি শিশু মায়ের দুধ খেতে পারে:**মাকে বুকের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখতে বলুন **যদি শিশু মায়ের দুধ খেতে না পারে:** মায়ের দুধ চিপে অথবা চিনির শরবত [সমান সমান ৪ চা-চামচ চিনির (২০ গ্রাম) সাথে ২০০ মিঃ লিঃ পরিষ্কার পানি মেশান] খাওয়ানো নিশ্চিত করুন ➢ জরুরি ভিত্তিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন ➢ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাওয়ার পথে শিশুর গা কিভাবে গরম রাখতে হবে সে ব্যাপারে মাকে পরামর্শ দিন ➢ পানি স্বল্পতা থাকলে মাকে বলুন যাওয়ার পথে শিশুকে বার বার ওআরএস খাওয়াতে (শিশু পান করতে পারলে) ➢ যদি খেতে সমর্থ হয় তাহলে তাকে এ্যামোক্সিসিলিনেরপ্রথম ডোজ দিন

সীমিত সংক্রমণের জন্য যাচাই করুন • চোখ থেকে পুঁজ পড়ছে কিনা? • মুখে ঘা বা থ্রাশ (জিহ্বায় সাদা স্তর) আছে কিনা? • নাভী লাল কিন্তু চামড়া পর্যন্ত বিস্তৃত নয় কিনা? • চামড়ায় পুঁজসহ দানা আছে কিনা?	• চোখ থেকে পুঁজ পড়ছে • মুখে ঘা বা থ্রাশ (জিহ্বায় সাদা স্তর) আছে • নাভী লাল কিন্তু চামড়া পর্যন্ত বিস্তৃত নয় এবং নাভি থেকে পুঁজ পড়ছে না • চামড়ায় পুঁজসহ দানা আছে তবে বিস্তৃত বা মারাত্মক নয়	**সম্ভাব্য সীমিত সংক্রমণ**	➢ চোখ থেকে পুঁজ পড়লে ক্লোরামফেনিক্যাল ০.৫% চোখের ড্রপ দিয়ে চিকিৎসা করুন ➢ মুখে ঘা বা থ্রাশ থাকলে ০.২৫% জেনশান ভায়োলেট দিয়ে চিকিৎসা করুন ➢ নাভী লাল বা চামড়ায় পুঁজসহ দানা থাকলে ০.২৫% জেনশান ভায়োলেট দিয়ে চিকিৎসা করুন ➢ ২ দিনের মধ্যে পুনরায়আসতে বলুন এবং অবস্থার উন্নতি না হলেউপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করুন
জন্ডিস আছে কিনা লক্ষ্য করুন(চোখ বা চামড়া হলুদ)	• জন্ডিস দেখা দিয়েছে যখন শিশুর বয়স ২৪ ঘন্টার বেশি কিন্তু ৩ সপ্তাহের কম**এবং** • শিশুর হাতের তালু এবং পায়ের পাতা হলুদ হয়ে যায় নি	**জন্ডিস**	➢ মাকে বাড়িতে শিশুর যত্ন নেবার ব্যাপারে পরামর্শ দিন ➢ শিশুর হাত এবং পায়ের তালু হলুদ মনে হলে দ্রুত ক্লিনিকে নিয়ে আসতে বলুন ➢ ১ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন
নবজাতক শিশুর কি পানি স্বল্পতাবিহীন ডায়রিয়া আছে? * নবজাতক শিশুর ডায়রিয়া আছে ধরে নিতে হবে যদি তার পায়খানার ধরণ স্বাভাবিক থেকে পরিবর্তিত হয়, অনেক বেশি বার পায়খানা করে এবং পায়খানার সাথে অনেক বেশি পানি যায় নবজাতক শিশু স্বাভাবিক ভাবে যে বার বার নরম পায়খানা করে তা ডায়রিয়া নয়	• পানি স্বল্পতার কোন চিহ্ন নাই	**পানি স্বল্পতাহীন ডায়রিয়া**	➢ ডায়রিয়ার জন্য ওআরএস দিন এবং মায়ের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে বলুন (পদ্ধতি-ক) ➢ কি পরিস্থিতি হলে আবার জরুরি ভিত্তিতে ক্লিনিকে নিয়ে আসতে হবে, তা ব্যাখ্যা করুন ➢ অবস্থার উন্নতি না হলে ২ দিনের মধ্যে ফলোআপ-এর জন্য আসতে বলুন

আইএমসিআই জব এইড ব্যবহার বিধি ঃ

- এই জব এইডে শিশুদের ছয়টি সাধারণ অসুস্থতা (কাশি/শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া, জ্বর, কানের সমস্যা, অপুষ্টি এবং রক্তস্বল্পতা) নিরূপণ ও তাদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- শিশুর বয়স ২ মাস থেকে ৫ বছর হলে জব এইডের ১ থেকে ৪ নং পৃষ্ঠা ব্যাবহার করুন। শিশুর বয়স ০ থেকে ২ মাস হলে জব এইডের ৫ নং পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন।
- আপনার যোগাযোগ সহায়িকায় বর্ণিতWELL (Welcome, Encourage, Look and Listen)এর ধাপগুলি অনুসরণ করে রোগীর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপন করুন।
- প্রতিটি রোগীর সাক্ষাতের সময় জব এইডটি আপনার সামনে রাখুন (রেজিষ্টার বই-এর পাশে)। এভাবে রোগীর সাথে কথোপকথনে বাধা সৃষ্টি না করেও আপনি সহজেই দেখে নিতে পারবেন যে, আপনাকে কি কি জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং লক্ষ্য করতে হবে। জব এইডটি একটি নির্দেশিকা হিসাবে আপনাকে রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ চিহ্নিত করতে ও সঠিক ব্যবস্থাপনা মনে করতে সাহায্য করবে। এতে করে শিশুদের মারাত্মক অসুস্থতা চিহ্নিত করতে এবং জরুরি ভাবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করতে আপনার অহেতুক বিলম্ব হবে না।
- প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে সাধারণ বিপদ চিহ্নগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন এবং চিহ্ন লক্ষ্য করুন, যেমন-পান করতে না পারা, নড়াচড়া কম করা ইত্যাদি। প্রতিটি শিশুকেই কাশি, জ্বর বা ডায়রিয়া আছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন। এরপর সমস্যা থাকলে জব এইডের প্রযোজ্য অংশটি দেখুন। যেমন- যদি কাশি বা শ্বাসকষ্ট থাকে, তাহলে কাশি/ শ্বাসকষ্ট অংশে যান। জিজ্ঞাসা করুন কতদিন যাবত কাশি আছে এবং চিহ্নগুলো লক্ষ্য করুন, যেমন- এক মিনিটে শ্বাসের হার গণনা করা।
- মারাত্মক রোগের লক্ষণ আছে কিনা, তা পরীক্ষা করার জন্য সবসময় প্রথমে ‘গোলাপী সারি’দেখুন। যদি বিপদ চিহ্ন থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এটি ‘মারাত্মক রোগ’ এবং এজন্য জরুরি ভিত্তিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করা প্রয়োজন।
- যদি ‘গোলাপী সারি’-তে মারাত্মক রোগের কোন চিহ্ন বর্তমান না থাকে, তাহলে হলুদ সারিতে কোন লক্ষণ আছে কিনা দেখুন। যদি কোন চিহ্ন/লক্ষণ সেখানে বর্তমান থাকে তাহলে চিকিৎসা প্রদান করুন এবং দুই দিনের মধ্যেফলোআপ-

এরজন্য পুনরায় আপনার ক্লিনিকে আসতে বলুন। কোন রোগ 'হলুদ সারি'- তে থাকার অর্থ হচ্ছে এ রোগের চিকিৎসা কমিউনিটি ক্লিনিকে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন ঔষধ বা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা যদি কমিউনিটি ক্লিনিকে না থাকে তাহলে সেই ঔষধ বা পরীক্ষার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করতে হবে।

- রোগের শ্রেণীবিভাগ করার চিহ্নগুলো যদি গোলাপী বা হলুদ সারিতে বর্তমান না থাকে, তাহলে সবুজ সারি দেখুন। এগুলো কম অসুস্থতা, যার জন্য পরামর্শ প্রদান এবং লক্ষণ অনুযায়ী সীমিত চিকিৎসা, যেমন প্যারাসিটামল দেয়াই যথেষ্ট। কম অসুস্থতা গুলো সবুজ রং করা আছে। এই রোগীদের রোগের অবনতির লক্ষণ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ও লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রয়োজন, কোন এন্টিবায়োটিক প্রদানের প্রয়োজন নেই।
- যদি আপনি কোন রোগীর ক্ষেত্রে অসুস্থতা নিরূপণের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পারেন, তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলুন। আপনার ট্রেনিং ম্যানুয়াল, জব এইড ইত্যাদি দেখে সময় নিয়ে লক্ষণ, শ্রেণীবিভাগ এবং চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন।অন্যথায় সঠিক ব্যবস্থাপনা প্রদানের জন্য তাকে পরদিন আসতে বলুন।